তেওরাংগা

দরবার সিং-এর পুত্র

দরবার সিং হচ্ছে জর্নাল সিংয়ের বাবা। জর্নাল সিং অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নিহত হয়েছিল। তবে কি দরবার সিং তার ছেলের নাম সেই নিহত শিখ সন্তুর নামেই রেখেছে?

লিখেছেন **ওয়াহিদুজ্জামান খান রিপন**

দরবার সিং হচ্ছে জর্নাল সিংয়ের বাবা। একজন জর্নাল সিং অমৃতসর স্বর্ণমন্দির হামলায় নিহত হয়েছিল। এই জর্নাল তারই ছায়া?

আমরা এসে দাঁড়ালাম নেপিয়ার পোর্টের বাতিঘরের পাশে। সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি, ডানে নেপিয়ার পোর্টে নোঙর করা মালবাহী জাহাজ, তারও দূরে কেপ্ কিডনে পারসের সূক্ষ্ম রেখা। পেছনেই ব্লাফ হিল, যেখান থেকে দেখা যায় পুরো নেপিয়ার দু'চোখ মেলে। ব্লাফ হিলের একেবারে নিচেই আমাদের নতুন বাসা, জানালা দিয়ে পেছনে তাকালে দেখা যায় ব্লাফ হিলের খাড়া গা। খোকন আর সুলতান অকল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আপনার কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই! পাহাড়ের নিচে এসে আস্তানা গেড়ে বসে আছেন। যদি কখনো পাহাড় ধসে পড়ে!' আমার বাসা আহোরিরি এলাকায়। নেপিয়ার পোর্টও আহোরিরিতেই। বাসাটা এ এলাকা হওয়ায় কিছু সুবিধাও পেয়েছি। প্রথম সুবিধা প্রতি রোববার পোর্টের জাহাজ থেকে মাছ কিনতে পারি সরাসরি। দামে কম, সদ্য ধরা তাজা মাছ। দ্বিতীয় সুবিধা, প্রতি বিকেলে নেপিয়ার বাতিঘরের কাছে এই চমৎকার জায়গায় হেঁটে বেড়াতে পারি।

সী সার্ফিং

উইন্ড সার্ফিং

সুলতান বলল, 'দারুণ জায়গা তো! এমন জায়গায় বসে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর এই পাখিগুলোর নাম কি?' সমুদ্রের তীরে বসে থাকা শত শত সি-গাল দেখিয়ে জানতে চাইল। নেপিয়ারের আকাশে সি-গালের অবাধ বিচরণ।

সমুদ্রতীরে গেলে তো এরা প্রায় হাতে এসে বসে পড়ে, মানুষজনকে ভয় করে না মোটেও। কংক্রিটের ব্লক ফেলে ফেলে বাতিঘর ছাড়িয়ে বানানো হয়েছে পাথরের পথ, দূর থেকে দেখে মনে হয় ছোটখাটো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের মাঝে। আমরা প্রায়ই এসব ব্লকের পর ব্লক টপকে চলে যাই শেষ প্রান্তে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আর সমুদ্রের লোনা বাতাসের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখি কায়াক নৌকায় কায়াকিং করছে তরুণ-তরুণীরা। আবার কেউ কেউ সেইলিং করছে ছোট পাল তোলা নৌকায়। ধেয়ে আসা ঢেউ-এর মাথায় উঠে সার্ফিং করছে কেউ। ওয়াটার-স্কি করছে কেউ দ্রুতগতির স্পিড-বোটের পেছনে পেছনে। সুলতান আর সবুজ এগিয়ে গেল সেই কংক্রিট ব্লকের পাহাড় ধরে শেষ প্রান্তে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে এই কৃত্রিম পাহাড়ের অনেক নিচে।

আমি আর খোকন এগিয়ে গেলাম ওয়াক-ওয়ে ধরে সামনে। সামনে ফুলের বাগানে তিনটা এদেশী ছেলে ছোটাছুটি করে খেলছিল। সাত-আট বছর বয়স ওদের। তিনটি ছেলের দুটো সাদা ইউরোপীয় ধাঁচের একটি মাওরি। আমাদের দেখতে পেয়ে সাদা ছেলে দুটোর লম্বাটি হঠাৎ দৌড়ে আমাদের কাছে এলো। বলল, 'তোমরা কি ইন্ডিয়ান?' উপমহাদেশের সবাই এখানে ইন্ডিয়ান হিসেবে পরিচিত। গায়ের বর্ণ, চেহারার ধরন দেখেই এদেশীরা বোঝে আমরা উপমহাদেশের, আমরা 'ইন্ডিয়ান'। তবুও এই ছেলেটিকে ধারণা দেয়ার জন্যে বললাম, 'আমরা বাংলাদেশী। তবে ভারতের পাশেই আমাদের দেশ। তোমরা কি দরবার সিংকে চেনো?' ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো। দরবার সিং কে তা আমি জানি না। কিন্তু এ ছেলে দরবার সিং-এর খোঁজ করছে কেন! বললাম, 'দরবার সিং নামে কোনো লোকে আমি চিনি না। সে কে?' ছেলেটি উত্তরে বলল, 'দরবার সিং আমার বাবা। আজ এক সপ্তাহ হলো সে টি-পুকি গেছে। কিন্তু কোনো খবর পাচ্ছি না তার। আমি ভেবেছিলাম তোমরা ইন্ডিয়ান, তোমরা আমার বাবাকে চেনো।' বাবার প্রতি ছেলেটির টান দেখে পিতা-পুত্রের শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে হলো। সে সম্পর্ক ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে।

ইউরোপীয় ধাঁচের সাদা এ ছেলেটিকে দেখে চিন্তা করাও অসম্ভব যে, সে এক শিখের সন্তান। পুরোপুরি মায়ের চেহারার আদল পেয়েছে ছেলেটি। এর পিতা নিশ্চিতভাবে এক পাগড়িধারী শশ্রুমন্ডিত শিখ। কারণ, নেপিয়ার হেস্টিংসে যেসব শিক বাস করে, তাদের প্রায় সবাই নিজ বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে শক্তভাবে। মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি। হাতে বালা। প্রচন্ড পরিশ্রমী এসব শিখদের সবাই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। খালিস্তান আন্দোলন বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্বদেশভূমি পঞ্জাব ছেড়ে তারা চলে এসেছে দূর দেশে। বৈধ হওয়ার জন্যে এদেশে বিয়ে করেছে, সন্তানের জনক হয়েছে। কিন্তু নিজ বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে আছে প্রায় সবাই। আমি দরবার সিং-এর সাদা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কি?' 'আমার নাম জর্নাল,'ছেলেটি বলল, 'জর্নাল সিং।'

আমি একজন জর্নাল সিংকে জানি, যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নিহত হয়েছিল। তবে কি দরবার সিং তার ছেলের নাম সেই নিহত শিখ সন্তুর নামেই রেখেছে? এ প্রশ্নের জবাব শুধুমাত্র দরবার সিংই জানে, আর কেউ নয়।

রোম

উৎসব উৎসব

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ ও মার্চের প্রথম সপ্তাহ ছিল ইতালির গায়ক-গায়িকা নির্বাচনের মহোৎসব Sanremo-তে। ইটালির বিভিন্ন গায়ক-গায়িকা সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠা পাবার আশায় Sanremo-র ৫১তম অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা বা উপস্থাপনা করেন ইটালির বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও বলিষ্ঠ উপস্থাপিকা Raffaella Cara.

এলিসা ও জর্জিয়া

বিচারকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন এবং হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতা ও টেলিভিশন দর্শক। সপ্তাহব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমী সব দর্শক শ্রোতাই এই Festival-এ মনে-প্রাণে

অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যান্য Canel থেকে Ral, uno-এর দিকে সব মনোযোগ।

Elisa-র 'Luce Tramonti A Nord Est'গানটি সবার মুখে মুখে। ১০০ ভোটের মধ্যে ৪৪ ভোট পেয়ে Elisa প্রথম স্থান অধিকার করেন। ৩১ ভোট পেয়ে Giorgia দ্বিতীয় হন অবশ্য পরিচিতির দিকে সবার চেয়ে Giorgia ই বেশি। ক্যাসেটও বেশি চলে আবার মজার ব্যাপার—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনজনই মহিলা শিল্পী। গানের দিকে এ বছর

বিশেষ ভঙ্গীমায় এলিসা

পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই এগিয়ে।

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ইটালির টেলিভিশন RAI-এর মামনীয় প্রেসিডেন্ট Roberto Zaccaria. নির্বাচিত এবং অংশগ্রহণকারী সব শিল্পীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

Rezaul Karim Mridha
Segretario Cuiturale
Associazione del Bangladesh

টোকিও

বাংলাদেশী ফুটবলার

বাংলাদেশের রাশেদ জাপানের স্কুল পর্যায়ে ফুটবলে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। তাকে নিয়ে সর্বত্র এখন আলোচনা হচ্ছে

সর্বোচ্চ গোলদাতা রাশেদ ছুটছে

বল নিয়ন্ত্রণে রাশেদ

কোচের সাথে

২০০১ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সাফল্য লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা জাপানের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ১ম শ্রেণী থেকে ফুটবল দল গঠন করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের কোচিং ব্যবহারের বাইরেও শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে পি.টি.এ. নামক সমিতি গঠন করে। শিশুদের মানসিক অবস্থার ওপর চাপ প্রয়োগ না করে তাদেরকে খেলার ছলে গড়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশের শিশু রাশেদ ওতা কু-এর অধীনস্থ 'মাগোমে' প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। রাশেদ সাঁতার এবং ফুটবল উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাশেদ মাগোমে এফ.সি ফুটবল টিমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলের সাথে বেশ কয়টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এবং সর্বমোট ২০টি গোল করতে সক্ষম হয়। রাশেদ ছিল গত বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১৬তম ওতা-কুর জুনিয়র প্রাইমারি স্কুলে ফুটবল ফেস্টিভ্যাল আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ২৮টি প্রাইমারি স্কুল দল অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় রাশেদ মাগোমে এফ.সি দলের পক্ষে ২টি গোল করে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি লাভ করে। অনূর্ধ্ব ১০ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং Key Man হিসাবে বাংলাদেশের শিশুটি বিরল সম্মান অর্জন করে।

নিচে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত স্কুল ম্যাচ-এ রাশেদের অংশগ্রহণের ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশী খেলোয়াড় রাশেদের ফলাফল

ক. মাগোমে এফ.সি ১ রাশেদ (১)	বনাম	কোগাওয়ারা ০
খ. মাগোমে এফ.সি ১ রাশেদ (১)	বনাম	ডেনচোভ ৩
গ. মাগোমে এফ.সি ৩ রাশেদ (১)	বনাম	ইরিগো ০
ঘ. মাগোমে এফ.সি ২ রাশেদ (২)	বনাম	ইকেনি ০
ঙ. মাগোমে এফ.সি ৪ রাশেদ (২)	বনাম	ইরিনি ০
চ. মাগোমে এফ.সি ৩ রাশেদ (৩)	বনাম	কামাযাওয়া ০
ছ. মাগোমে এফ.সি ৪ রাশেদ (২)	বনাম	কামাযাওয়া ২
জ. মাগোমে এফ.সি ৩ রাশেদ (১)	বনাম	কোইকি ১
ঝ. মাগোমে এফ.সি ৩ রাশেদ (২)	বনাম	ইরিনি ০
ঞ. মাগোমে এফ.সি ১ রাশেদ (১)	বনাম	ইয়ামাহা ০
ট. মাগোমে এফ.সি ২ রাশেদ (১)	বনাম	নোবুয়ামা ৫
ঠ. মাগোমে এফ.সি ২ রাশেদ (১)	বনাম	ইয়াশিও ৪
ড. মাগোমে এফ.সি ৩ রাশেদ (১)	বনাম	ফিনিক্স ২
ঢ. মাগোমে এফ.সি ১ রাশেদ (১)	বনাম	ইউকি ১

বাংলাদেশের এই শিশুটি যুগোপযোগী পরিকল্পনায় যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে এতে আশা করা যায় শিশুটি একদিন বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনবে। রাশেদ দেশবাসীর দোয়া প্রত্যাশী।

রা: নীলিমা , টোকিও, জাপান

মক্কা

বাঙালিদের কথা

মক্কায় হোটেল ব্যবসা চমৎকার জমিয়েছে বাঙালিরা। দেশীয় খাবারের বিপুল সমাহার ঘটে হোটেলগুলোতে। চলছেও প্রচুর

সৌদি আরবের বড় নগরীর মধ্যে পবিত্র মক্কা নগরী অন্যতম। এখানে থাকেন অনেক বাঙালি। প্রতিদিনই বাড়ছে বাঙালির সংখ্যা, আর একে অন্যের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ভাব ও সৌহার্দ। মক্কায় বাঙালিদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত আড্ডার স্থান মিসফাল্লাহ্‌র ঢাকা হোটেলের আশপাশের স্থান। এ ছাড়া কেদুয়া নাক্কাসায়ও বিপুল সংখ্যক বাঙালি আড্ডায় কাটায়।

মক্কার পবিত্র হেরেম শরীফের অতি কাছেই ঢাকা হোটেল। যা সম্পূর্ণ বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত। এই ঢাকা হোটেলে আসেনি কিন্তু মক্কায় এসেছেন এরকম বাঙালি সংখ্যায় অতি নগণ্য। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী থেকে শুরু করে বর্তমান সরকার সহ বিগত সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী মহোদয় এই ঢাকা হোটেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছেন। আর এই হোটেলের অন্য পাশে এশিয়া হোটেল। আর ভেতর দিয়ে সরু গলিতে রয়েছে মদিনা হোটেল, প্রবাসী হোটেল, শাপলা হোটেল। মেইন রোড দিয়ে একটু এগিয়ে এলে মুন্সিয়ায় চোখে পড়ে হোটেল নাজ। এর একটু সামনে বাড়লেই হোটেল রায়হান (প্রবাস ফটিকছড়ি হোটল নামে যা সবার কাছে পরিচিত), তারই পাশে হোটেল আল বারাকা। হোটেল রায়হানেই প্রতিনিয়ত বাঙালিরা তাদের বিভিন্ন জাতীয় দিবস সহ সবরকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এখানেও বাঙালিরা তাদের নিজকে একে অন্যের কাছে মেলে ধরেন। উল্লেখিত সবগুলো হোটেলের ব্যবস্থাপনাই বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত। আর এসব বাঙালি রেস্টুরেন্টগুলোতে বেশ মজার মজার রান্না হয়ে থাকে। চটপটি, সিঙ্গাড়া, সমুচা, আলুর চপ, হালিম থেকে শুরু করে কচুর লতি, পাঙ্গাশ মাছের পেটি, চ্যাপা শুঁটকি, বোয়াল ,কই মাছ, ভাজি, ভাত, খিচুড়ি আর রমজানে দেশীয় মুড়ি-বুট-বাদামসহ ইফতারের সবই পাওয়া যায়। ঢাকা আর এশিয়া হোটেলের গরম মিষ্টি, সন্দেশ, চমচম, পুরি ইত্যাদির রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। আর সপ্তাহের কোনো কোনো দিন ক্রেতাদের চাহিদার জন্য হোটেল বন্ধ করতে অনেক রাত হয়ে যায়। পান খেয়ে মনের সুখে লোকজন পানের পিক ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। বোরকা পরিহিতা মহিলারা চমৎকারভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাজার ক্রয় করছে মনের আনন্দে। আর এভাবে চলছে মক্কায় বাঙালিদের অন্য সব কার্যক্রম, যা প্রবাসে সবার কাছে এক গর্বের বিষয়।

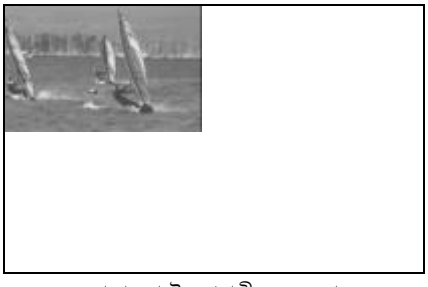

ঢাকা হোটেল প্রবাসীদের ভরসা

আলবারাকা হোটেল

শাপলা হোটেল

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু
Holy makkah, K.S.A, Ziam2001@hotmail.com

ইয়োকোহামা

মন্দির চুরি

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানভানে। বাঙালিদেরও অবস্থা হয়েছে তাই। স্বভাব সহজে বদলায় না

আমি যেখানটায় থাকি তার খুব কাছাকাছি বসবাস করেন ছয়জন। সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাদেরই একজন বাংলাদেশে নিজ বাড়িতে মন্দির তৈরি করার জন্য মনস্থির করেন এবং টিনের তৈরি কৌটায় ব্যাংকে এক বছর যাবৎ অল্প অল্প করে জাপানের সর্বোচ্চ মানের Coin দিয়ে প্রায় ভর্তি করে এনেছেন। Coin ফেলতে গেলে এখন ভেতরের Coin-এর স্পর্শ পাওয়া যায়। পুরো ভরে গেলে আড়াই হাজার ইউএস ডলারের ওপরে হয়। ভদ্রলোক বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন মন্দির তৈরির গোছগাছ করার জন্য এবং ২/১ দিনের মধ্যে টাকা পাঠানোর কথাও। সবাই জানতো ব্যাংকটাতে মন্দির তৈরি করার টাকা জমানো হচ্ছে এবং ব্যাংকটা রুমের কোথায় থাকতো তাও ছিলো সবার জানা। মাসের শেষে বেতন পেয়ে রুমে এসে ভদ্রলোকের আক্কেলগুড়ুম। ব্যাংকটা নেই এবং নেই-ই। পরের কথাটুকু থাক। ঘটনায় নায়কের কথা বাদ দিলে অন্যরা যে ভীষণ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'অভাব' বিপথে যাবার পথ তৈরি করে। কিন্তু আমরা যারা প্রবাসে আছি তাদের পথ তো সুন্দর ও মসৃণ হবার কথা! হয় না কেন?

Leton
1612-1 Ikebe-Cho
Tsuzuki-KU, Yokohma, Japan

বাহরাইন

অভাব: শুধু স্বদেশ

২৪-এর এ প্রাণবন্ত যুবক শেষ অবধি প্রবাসী হল (সেই সাথে চাকরিও) এমন একটি দেশে যেখানে খুব কম সবুজের ছোঁয়া। যেদিকে দু'চোখ যায় কেবল ধু ধু মরুভূমি। মাঝে মাঝে অলস অবসরে কাক জোছনায় ছেলেটি বসে ভাবে আনমনে– চাঁদটি যদি আয়না হোত, তাহলে এখুনি দেখে নিত তার সুদূর বাংলাদেশে কেমন আছে সেই ছোট্ট সবুজ গাঁ, সেই ঘাসফুল আর তিরতির করে বয়ে চলা ছোট নদী! এই সংখ্যাটি কেউ পাঠালে বাধিত হব।

Sayedur Rahman
Quality Controller, National Fish Co. Ltd., P.O. Box 50129, Hidd, Bahrain

নিউইয়র্ক

নাজেহাল

যেখানেই বাঙালি সেখানেই তাদের হাতেই বাঙালিরা নাজেহাল

ডিভি ২০০১-এ অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। অথচ মার্কিন দূতাবাসে তাকে অহেতুক নাজেহাল হতে হয় একজন বাংলাদেশী কর্মচারীর হাতেই।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমান পুরুষের নামের আগে মোহাম্মদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) -এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবেই মূলত এই নামটি জুড়ে দেয়া হয়। ইংরেজিতে মোহাম্মদকে সংক্ষেপে MD লেখা হয়ে থাকে বাংলাদেশেই। অথচ অন্যান্য দেশে MD বলতে বোঝায় একমাত্র ডাক্তারকেই। এই MD শব্দটি নামের সাথে যুক্ত থাকায় পুরো পরিবারকে নিয়ে এক চরম অনিশ্চিয়তার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ বন উন্নয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজমুল হক। ডিভি ২০০১-এ অংশ নিয়ে তিনি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হন। সম্প্রতি ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে চূড়ান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সত্যিকার অর্থে 'নাজেহাল' হতে হয় হককে।

মার্কিন দূতাবাসের বাংলাদেশী মহিলা কর্মচারী জনাব হককে প্রায় তিরস্কারের মতোই বলেন, আপনার নামের সাথে MD লেখা রয়েছে। আপনি কি একজন ডাক্তার? মোহাম্মদ ফজলুল হক অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জবাব দেন যে তিনি ডাক্তার নন। মোহাম্মদ তার নামের একটি অংশ। তাছাড়া যারা সত্যিকারের MD তাদের নামের শুরুতে তা কখনোই লেখা হয় না। MD লেখা হয় নামের শেষে।

লাইব্রেরি সায়েন্সে ১৯৬০ সালে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত নাজমুল হককে আরো বলা হয় যে তার দস্তখত মিলছে না। তাছাড়া 'হক' শব্দটির বানান নিয়েও তাকে অহেতুক হয়রানি করা হয়। বাংলাদেশে 'হক' শব্দটি লেখা হয় Haque, Huque, Hak, Hoque, Haq ইত্যাদি বানানে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শুধু মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সেই বাংলাদেশী ভদ্র মহিলার খামখেয়ালিপনার কারণেই মোহাম্মদ নাজমুল হককে পুরো পরিবার নিয়ে এক ভয়ানক অনিশ্চিয়তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যার কারণে তাকে দুই ছেলে-মেয়ে (যাদের বয়স ২১ বছরের নিচে) এবং তাদের পড়াশোনা নিয়েও মহাবিপদে পড়তে হয়েছে। পুরো পরিবারের মেডিকেল বাবদ দূতাবাসে জমা দেয়া হয় তার পেনশনের ৮৮ হাজার টাকা, যা আর ফেরত পাননি জনাব হক। এই পত্রলেখক নৌবাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং মোহাম্মদ নাজমুল হকের সহোদর। গেলো ১৫ বছর আমি নিউইয়র্কে বসবাসরত। আমার ভাইয়ের প্রতি মার্কিন দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীর দুঃখজনক আচরণ এবং তার কেসটি অন্যায়ভাবে বাতিলের ব্যাপারে আমি আমেরিকান আইনজীবীকে দিয়ে দূতাবাসে ও আইএন এসে চিঠি লিখিয়েছি। প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই-বোনদের কাছে আমার আন্তরিক আহ্বান—এ ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হোন।

মোহাম্ম ফজলুল হক, 28-50 37th st. #13 , ASTORIA, NY 11103

জু সিটি

ক্ষণিকের সান্ত্বনা

দঃ কোরিয়া একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। সিউল নগরিতে এখন অনেক বাঙালি। যে কোনো অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়

সাহিত্য-সংস্কৃতির লীলাভূমি দক্ষিণ এশিয়া। এ অঞ্চলের মানুষগুলো বহু ভাষা-ধর্ম-বর্ণের বৈচিত্র্যের মাঝে বছরের বেশির ভাগ সময় যার যার সাধ্যের মধ্যে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এমন বৈচিত্র্যময় ভূ-ভাগ আর সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশ্বের বাকি অঞ্চলে বিরল। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সবাই এর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। শত প্রতিকূলতা ও সমস্যার মাঝে প্রবাসেও তারা উৎসব-গুলোকে হাতছাড়া করে না। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলা-দেশীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। অতিমাত্রায় ব্যস্ততার মাঝেও তারা সুযোগ পেলে কোনো কোনো ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব পালন করে থাকে। গত ঈদ-উল-আজহা যদিও বাংলা-দেশে ৭ মার্চ উদ্‌যাপিত হয়, দক্ষিণ কোরিয়ায় ঐদিন কর্মদিবস থাকাতে বাংলাদেশীরা এখানে Nam Young Ju Cityতে ঈদ উৎ-সবের আয়োজন করে ১১ মার্চ। অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সার্বিক অবস্থা দেখে অভিভূত না হয়ে পারিনি। রবিবারে অনেকের কাজ থাকলেও শত শত বাঙালির পদচারণায় উৎসবস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। এখানে এখনও শীতের আধিক্য থাকায় হালকা জামা কাপড়ের বাহার চোখে পড়েনি। বেলুন, ব্যানার, ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন এসব মিলিয়ে নয়নাভিরাম এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই আসেন। প্রথম পর্বে অভ্যর্থনা, দ্বিতীয় পর্বে ভোজ এবং সর্বশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ আনন্দমুখর ছিল। স্ত্রী হিসেবে এদেশে আগত কিছু বাঙালি মহিলাও অভ্যর্থনার কাজে নিয়োজিত ছিল। এরই মাঝে সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সুখ-দুঃখের ভাব আদান প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অনেক কোরিয়ানও অংশগ্রহণ করে।

Mr. Harunur Rashid
Liree Apt. 104/1801, Hop young Dong
Namyoung Ju City, S. Korea

জেদ্দা

নতুন জীবন

ছেলেটির নাম মুয়াদ, জেদ্দায় বসবাস করে, ছেলেটি প্রতিবন্ধী। গত ৬ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় ৭ ঘন্টার জন্য। তার হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে তার মা বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রথা মতো তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবর দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক কবরে নামানোর আগে ছেলেটি চিৎকার দিয়ে নড়ে চড়ে ওঠে! সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ডাক্তার বললো একমাত্র এর ব্যাখ্যা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ জানে না এর রহস্য।

ইমরান ইউসুফ, পোস্ট বক্স নং-৫৪৪৪, জেদ্দা-২১৪২২, সৌদি আরব, E-mail : info@bahlas.com.sa

এই সেই প্রতিবন্ধী মুয়াদ

প্যারিস

মহান একুশে উদ্‌যাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনে আমাদের দামাল ছেলেরা তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছিল

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স বিএনপি'র উদ্যোগে মহান একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে 3, Rue de Lachaplle, 75018 Paris হলে ফ্রান্স বিএনপি'র সভাপতি ডক্টর আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন, নূরুল ইসলাম ঢালী, তাকে সহযোগিতা করেন রুহুল আমিন আবদুল্লাহ। সারোয়ার হোসেনের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। সভায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ডক্টর আবদুল মালেক, সারোয়ার হোসেন, গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ, মোহাম্মদ আবদুল বারেক ফরাজী, আফজাল হোসেন, বিবাল লারমা, খুলিলুর রহমান, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, রুহুল আমিন আবদুল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, মাসুদুর রহমান প্রমুখ। ২১শে ফেব্রুয়ারির ওপর কবিতা আবৃতি করেন হাফিজ উদ্দিন।

ডক্টর আবদুল মালেক তার বক্তব্যে বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনে আমাদের দামাল ছেলেরা তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছিল। নয়তো আমাদের আজকে মাতৃভাষাকে হারিয়ে উর্দু ভাষায় কথা বলতে হতো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই একুশের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয়– শুধু ভাষাই নয়, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও আজ হুমকির সম্মুখীন। স্বাধীনতা রক্ষার চিন্তা বাদ দিয়ে অনেকেই মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য দিশেহারা। দেশের নৈরাজ্যকর অবস্থা দেখলে মনে হয় আইন, শাসন, বিচার বিভাগ বলতে কিছু নেই। এ সবই ক্ষমতাসীনদের হাতে জিম্মি।

Mohamed Abdul Barek Farazi, 5, Place Roger Salengro, 95140, Garges Les Gonesse , Paris, France

আটলান্টা

বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশন গঠন

গত ১২ নবেম্বর বিকালে আটলান্টা শহরের ব্রায়ারউড রিক্রিয়েশন সেন্টারে স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আগা জামিলের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কায়ছার মাহমুদ, হাসিব হোসেন, অধ্যক্ষ ফুলে হোসেন, আবু লিয়াকত হোসেন, মিন্টু রহমান, ডাঃ মোহাম্মদ আলী মানিক, মারুফ হোসেন, মোহাম্মদ জামান, সালাউদ্দীন, আজহারুল ইসলাম ফারুক, সলিমুল্লাহ মালি, আলী হোসেন, আব্রাহাম রহমান, সামছুল আলম, হালিম ইউসুফ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, স্থানীয় বাঙালি কম্যুনিটির খেলাধুলা আয়োজনে এবং ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশন অব জর্জিয়া আটলান্টার কার্যকরী কমিটি নিম্নরূপঃ সভাপতি– আগা জামিল, সহ-সভাপতি– হালিম ইউসুফ, সাধারণ সম্পাদক– মোঃ মোহসীন, কোষাধ্যক্ষ–হাছান তারেক দ্বীপ, যুগ্ম সম্পাদক– কায়ছার মাহমুদ, ডাইরেক্টরস ফুটবল–ছোটন, ভলিবল–সাদেক, ক্রিকেট– হাছিব হোসেন, দাবা ও ক্যারম-পলাশ আব্দুল্লাহ। উল্লেখ্য, ভবিবল ডাইরেক্টর সাদেক হোসেন তার আসন্ন ভলিবল টুর্নামেন্টের রূপরেখা বর্ণনা করেন এবং রোজা আরম্ভ সাপেক্ষে ভলিবল টুর্নামেন্টের তারিখ ঘোষণা দেবেন। সভা পরিচালনা করেন মোঃ মহসীন। সভাশেষে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়িত করা হয়।

সৈয়দ মোস্তাক আহমদ
3460 Buford Hwy, # J-3, Atlanta, Ga. 30329, U.S.A

গ্লোডেনফ্লেট সিটি

ফায়ার ক্র্যাকার

আগস্ট মাস, গ্রীষ্ম উৎসব হানাবীর ফায়ার ক্যাকার (Fire Craker) আকারে একের পর আরেক উৎক্ষেপিত হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। আকাশে ঘন কালো মেঘের ছায়া। ওয়াতারাছে নদীর বিস্তীর্ণ বেইসের পাশে বাঁধের দু'ধারে মানুষের ঢেউ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। সহসা আমার চোখে পড়ে গেল এক যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা নদীর পাড়ে বসবার জন্য প্লাস্টিকের ক্লথ মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। পলকেই আমি ক্যামেরা তাক করে বললাম, প্লিজ গিম মি এ শট। তারা রাজি হয়ে গেল এবং তাদের ছবি ক্যামেরায় ধারণ করে ফেললাম। ঠিক একবছর পর এই প্রেমিক যুগলকে দেখতে পেলাম Com 1st Apita শপিং মলের থার্ড ফ্লোরের এসকালেটরের পাশে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে বললাম, তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছ, আমি তোমাদের ছবি হানাবীর সন্ধ্যায় বৃষ্টির মাঝে তুলেছিলাম। মেয়েটি প্রতিউত্তরে বললো, হ্যাঁ, তোমাকে আমরা চিনতে পেরেছি।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা

A.K.M Alamgir Kabir, Blossom 16F, 9-8-5 Glodenflate City, Choue-Ku, Tokyo 163-0039

টোকিও

ঈদ পুনর্মিলনী

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জাপানের ব্যস্ততম শহর টোকিওর প্রাণকেন্দ্র কিতা সিটির তাবাতা স্টেশনের সন্নিকটে Renoir কফি শপে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা তাদের প্রবাস জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মব্যস্ততার কথা উল্লেখ করেন। ভিসা, ইমিগ্রেশন, চাকরি, আইনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলেও উপস্থিত সকলে এক বাক্যে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বানানোর প্রয়োজনীতার কথা স্বীকার করেন। যার উদ্দেশ্য হলো জাপানে যারা স্থায়ী বসবাস করেন যাদের জাপানিজ স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে এবং বৈধ ভাবে পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ভাষা বিভিন্ন জাতীয় দিবস, উৎসব অনুষ্ঠান, পুনর্মিলনী এবং সর্বোপরি কেউ বিপদে পড়লে সব দিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

Rahman Moni
Sanku Bldg 201
Toyo 114-0012, Japan